Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:23 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

১০ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার. ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯৮ সংখ্যা ।। ৮পাতা

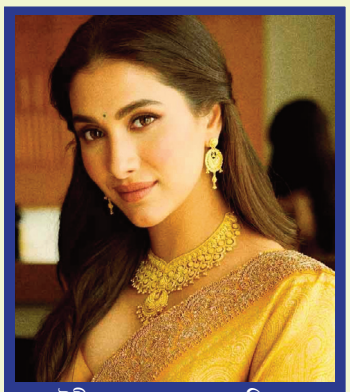

অষ্টমীতে মায়ের দেওয়া শাড়ি পরে অঞ্জলি', জানালেন রুক্মিণী

কৃষকবন্ধুতে বাদ যাবেন না যোগ্য উপভোক্তারা জানালেন কৃষিমন্ত্রী

রাশিয়ায় ভেঙে পড়ল পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বোমারুবিমান, মৃত ৬, প্রকাশ্যে ভয়ংকর ভিডিও

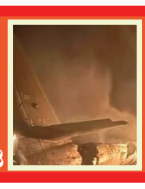

বালোচিস্তানের 'লক্ষ্মীবাই'দের আতঙ্কে কাঁপছে পাক সেনা, 'কাদ উইং'-এর অভিযানে খতম ৯ জওয়ান!

মায়ানমারের ভয়ংকর এয়ারস্ট্রাইক জুন্টা সেনার! বিদ্রোহী অধ্যুষিত রাখাইনে মৃত অন্তত ৪৯

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমানঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার উত্তাল হয়ে উঠল পূর্ব বর্ধমান। কংগ্রেসের 'বর্ধমান চলো' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দিনভর তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায় বর্ধমান শহরে। ভোটার তালিকা সংশোধনসহ নির্বাচন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পথে নামেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। এদিন বর্ধমান স্টেশন চত্বর থেকে কংগ্রেসের এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে জেলাশাসকের দপ্তরের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র স্লোগান ওঠে। বিক্ষোভের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রতীকী 'গ্রেপ্তার'। তাঁর প্রতিকৃতির কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার মতো এক অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে দলীয় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। তবে মিছিলটি বাদামতলা এলাকায় পৌঁছলে পুলিশ ব্যারিকেড গড়ে তাদের পথ আটকে দেয়। এ নিয়ে পুলিশ

ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বাধা পেয়ে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা রাজপথেই বসে পড়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। জেলা কংগ্রেস সভাপতি গৌরব সমাদ্দার স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আগামী এক মাসের মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না করলে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে। দরকারে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাওয়ের মতো বড় কর্মসূচির পথে হাঁটা হবে। এই ঘটনায় শহরজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে।

পড়ুয়াদের হাতে মোবাইলে আপত্তি শুভেন্দুর

শিক্ষামূলক ট্যাব দেওয়ার ভাবনা

পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ২০২২ সালে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা মোবাইল কেনার জন্য পেত ১০ হাজার টাকা। তবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে মোবাইলে বেজায় আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর । মঙ্গলবার হাওড়ার একটি স্কুলে অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, এবার পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ট্যাব দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। এতে নেটদুনিয়ার প্রতি আসক্তি তৈরির সুযোগই থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবকরা।কী এই শিক্ষামূলক ট্যাব? আধুনিক পড়াশোনায় ব্যবহারের উপযোগী করেই তৈরি এই ট্যাব। এর ডিসপ্লে তুলনামূলক বড় হয়। কারণ, স্ক্রিন বড় হলে পড়তে সুবিধা। এই ট্যাবে বিশেষ নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। ফলে চাইলেই প্লে স্টোর থেকে গেমিং, সোশাল মিডিয়া অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় না। এগুলো কেবল পড়াশোনা সংক্রান্ত অ্যাপ, ই-বুক এবং নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কনটেন্টের জন্য তৈরি ও লক করা থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়ছে। করোনাকালে পড়াশোনার সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে মোবাইল। লকডাউন থাকায় অনলাইন ক্লাস করায় বহু স্কুল। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই ২০২২ সালে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার হাওড়ার একটি স্কুলে অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানালেন, পড়ুয়াদের দিনভর মোবাইলে ডুবে থাকা একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। বুঝিয়ে দিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষামূলক ট্যাব দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।কী এই শিক্ষামূলক ট্যাব? আধুনিক পড়াশোনায় ব্যবহারের উপযোগী করেই তৈরি এই ট্যাব। এর ডিসপ্লে তুলনামূলক বড় হয়। কারণ, স্ক্রিন বড় হলে পড়তে সুবিধা। এই ট্যাবে বিশেষ নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। ফলে চাইলেই প্লে স্টোর থেকে গেমিং, সোশাল মিডিয়া অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় না। এগুলো কেবল পড়াশোনা সংক্রান্ত অ্যাপ, ই-বুক এবং নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কনটেন্টের জন্য তৈরি ও লক করা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এই অ্যাপের নিয়ন্ত্রণ থাকে অভিভাবকদের হাতে।

এনআইএ-র জোড়া হানায় চাঞ্চল্য বংশীহারীর মুন্দেহার গ্রামে, কৃষক পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ

নয়া জামানা, বুনিয়াদপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মুন্দেহার গ্রামে মঙ্গলবার সাতসকালে এনআইএ-এর হানায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালবেলা গ্রামের মানুষজন যখন সবে ঘুম থেকে উঠছেন, ঠিক সেই সময় স্থানীয় কৃষক মিজানুর রহমানের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র চার সদস্যের একটি দল হঠাৎই অভিযান চালায়। অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিল বংশীহারী থানার পুলিশ দলও। পরিবার সূত্রে খবর, মিজানুর রহমান পেশায় একজন প্রান্তিক কৃষক। চাষাবাদের পাশাপাশি তিনি গ্রামের ছোট ছোট শিশুদের পড়াশোনা করান। তাঁর স্ত্রী স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী হিসেবে কর্মরত। তাঁদের ছেলে মুজিবর রহমান বর্তমানে এলাহাবাদে বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরে পড়াশোনার পাশাপাশি ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালে এনআইএ আধিকারিকরা পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালান। পাশাপাশি মিজানুর রহমান ও তাঁর স্ত্রীকে তাঁদের ছেলের লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রায় কয়েক ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালানোর পর সকাল আটটা নাগাদ তদন্তকারী দলটি প্রস্থান করে।সূত্রের খবর, বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে সন্দেহজনক কিছুই উদ্ধার হয়নি।

ঠিক কী উদ্দেশ্যে বা কী তথ্যের ভিত্তিতে প্রান্তিক এই কৃষকের বাড়িতে এনআইএ অভিযান চালানো হলো, সে বিষয়ে তদন্তকারী আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি। সাধারণ ও শান্ত স্বভাবের এই পরিবারের বাড়িতে হঠাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আগমনে তাজ্জব বনে গেছেন মুন্দেহার গ্রামের বাসিন্দারা।

ভ্যানিশ' কুমারকে তাড়ানোই লক্ষ্য !

'ইন্ডিয়া' বৈঠকের আগে দিল্লিতে বোঝালেন মমতা

ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার দিল্লি পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেমেই বোঝালেন বর্তমানে তাঁদের মূল লক্ষ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ।বৈঠকের আগের দিনই রাজধানীর বুকে আরও একবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশান করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আরও একবার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ জি' বলে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, তআগামিকাল আমাদের বৈঠক আছে। সেখানে যা বলার বলব। তবে আপনারা জানেন আমাদের মূল লক্ষ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। পশ্চিমবঙ্গে ছাব্বিশ নির্বাচনে হারের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে নতুন করে জাল বুনতে শুরু করেছেন। বাংলার উপ নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন। কথা বলেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গেও। সেখানে মমতা না কি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মানুষের স্বার্থের লড়াইয়ে কোনও রং দেখবেন না। সেই লক্ষ্যেই আগামিকাল বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসতে চলেছে 'ইন্ডিয়া' ব্লক। নির্বাচনে হারের পর থেকে মমতা দাবি করছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিজেপির নির্দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার 'ভোট চুরি' করেছেন। বঙ্গ এসআইআরে কমিশনের আনা 'তথ্যগত অসঙ্গতি' ও কমিশনের আইটি সেলের প্রধান সীমা খন্নার ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন মমতা ও তাঁর সঙ্গীরা। মঙ্গলবার দিল্লিতে নামার পর তিনি বলেন, আগামিকাল 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকের জন্য দিল্লিতে এসেছি। যা কিছু বলার, তা আমি আগামিকালের বৈঠকেই বলব। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে, আমাদের মূল লক্ষ্য নির্বাচন কমিশন। এই বৈঠকটি মূলত সেই 'সফটওয়্যার টিম'-এর বিরুদ্ধে, যারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আসলে 'জ্ঞানেশ' নন।'ভ্যানিশ জি'। আপনারা জানেন শুরু থেকেই আমি তাঁকে ভ্যানিশ বলে আসছি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:23 Page 2

বিনয় মজুমদার

এক সামগ্রিক আলো

সব্যসাচী মজুমদার

এক

সাধারণত বিনয় মজুমদারের বাড়ি থেকে ফেরার সময় বৃষ্টি হবেই। হতেই হবে তাকে। বৃষ্টি হবে, ঠাকুর নগর থ ইথ ই করবে, আলোয় ভরে যাবে এই পৃথিবীর নারকোল গাছের মাথাগুলো। তুমুল শূন্য থেকে নেমে আসবে কিছু কবিতা। সেকারণেই জন্মদিন তৈরি হয়। নিয়ত ই সতেরো সেপ্টেম্বরে জন্মান বিনয় মৃধা।কখন কে শুরু করে, কখন শেষ করে, বুঝতে পারা না গেলেও ঠাকুর নগরের দুই নম্বর প্লাটফর্মের উঁচু থেকে তাকালে দেখা যায় একটা বিচিত্র রঙের বাবল ফুলে উঠছে। একটা স্বতন্ত্র কিমিতির সেই বাবলের গায়ে আবছা আবছা বাংলা অক্ষর ফুটে আছে...ঠিক যে স্বতন্ত্র বিশ্বস্ফিতি টের পাই বিনয় মজুমদারের কবিতার প্রেক্ষিতে। এবং যাকে বিনয় মজুমদারের ছোটোগল্পের অনিবার্য সাবটেক্সট বলে মনে করি। কিংবা এমন ও হয়, নিজেরাই বদল করে নেয় অবস্থান। কবিতা আর গল্পের মিথোষ্ক্রিয়ায় স্পষ্টত ই ফুটে ওঠে বিনয়বিশ্ব।

দুই

১৯৮২ সালে রচিত একটি প্রবন্ধ 'পঞ্চাশের কবিতা'-তে দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলছেন, সময় ঘূর্ণিত হয়ে উঠেছে চারপাশ যেন বিভ্রান্ত করে, যেন হঠাৎ টের পাওয়া গেছে কেউ আর খাপ খাচ্ছেন না জ্ঞানে-ধ্যানে-প্রথায়-পশ্চাৎপটে, যেন অনাদিবহতা জীবন হঠাৎ বিশ্বাসভঙ্গ করে ঠেলে দিয়েছে পদাশ্রয়টুকু;অনাচার ষড়যন্ত্রে, আর সেই 'অনীশ তরঙ্গে'র মুখোমুখি স্রস্ত-দিশাহারা হয়ে গেছে তাঁদের জীবন, শব্দবন্ধ;ঘন হয়েছে পাপ-অবিশ্বাস;রুখে দাঁড়িয়েছেন, ভাঙতে চাইছেন সব কিছু পরিপার্শ্বের, অথবা যেভাবে বলেছেন শঙ্খ ঘোষ এক স্পর্ধিত ভয়ঙ্করতার মধ্যে উন্মত্ত ছুটে চলেছেন..., হলোকাস্টের প্রতীচী বা মার্কিন পরিস্থিতির বর্ণনা বলে মনে হয় যেখ ানে কবি নিজেকে প্রবুদ্ধ করতে পারেন।

এই আলোচকের ধারনা, যদিও সে সময় বিনয় মজুমদার প্রাবন্ধিকের কাছে সম্পূর্ণ রূপে আবিস্কৃত হননি, কেননা খুব সামান্য দুটো উল্লেখেই বিনয় প্রসঙ্গ শেষ করেছেন তিনি, কিন্তু পঞ্চাশের কবিতার স্বরবিন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য নিরুপণে উল্লেখটি তাৎপর্য পায়। আপনারা একটি বিষয়ে হয়তো সহমত পোষণ করবেন, পঞ্চাশের কবিতায় সবচাইতে বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছে উদ্বাস্তুর মনস্তত্ত্ব। যার প্রভাবে একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধতে পেরেছিল পঞ্চাশে। বিভিন্ন প্রোপাগান্ডাজাত আন্দোলনগুলো আদালত চত্বরকে তুমুল করে তুললেও, লক্ষ করা যায়, হাংরি বলে চিহ্নিত বিনয় একটা খ াপছাড়া, সময়ের অন্যান্য নিহিত স্বরগুলির সাপেক্ষে একদম ভিন্ন অভিমুখে তাঁর কবিতাকে নিয়ে চলেছেন। যে অভিমুখের কোথাও পৌঁছনোর ছিল না কোন ও দিন। কিন্তু সে সচেতনভাবে একটা কালেক্টিভিটি নির্মাণ করে।একটা বৃহত্তর অদেখা বিশ্ব গড়ে ওঠে বিনয় মজুমদারের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তার ছোটোগল্পগুলোতেও। আপনি দুটো স্বতন্ত্র মাধ্যমকে সমান্তরালভাবে পাঠ করলে হয়তো বা সহমত হতে পারেন। আমাদের চারপাশের অসংখ্য এনিগমা যে জাদু নির্মাণ করে চলেছে অবিরত,তাদের ই ভিড় বিনয়ের পৃথিবীর কবিতায়,তাদের ই প্রোপাগান্ডা বিনয়ের ছোটোগল্প। এই ধারনার স্বপক্ষে একটি কবিতার উদাহরণ এই অবকাশে রাখ াই যেতে পারে,

অনেক কিছুই তবু বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্র নয়
লিখিত বিশ্লিষ্ট রূপ গণিতের অআকখময়
হয় না, সে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত গণিতসূত্রের
নির্যাস দর্শনটুকু প্রয়োগ ক'রেই বিশ্লেষণ
করা একমাত্র পথ, গণিতশাস্ত্রীয় দর্শনের
বহির্ভূত অতিরিক্ত দর্শন সম্ভবপর নয়।
সেহেতু ঈশ্বরী, দ্যাখো গণিতের ইউনিট
পাউন্ড সেকেন্ড ফুট থেমে থাকে চুপে,
এদের নিয়মাবদ্ধ সততা ও অসততা মনস্তত্ত্বে
বর্তমান ইউনিট রূপে
আলোকিত ক'রে রাখে বিশ্বের ঘটনাবলী,
চিন্তনীয় বিষয়গুলিকে
সিরিজের কতিপয় টার্মের চরিত্র ফুটে চরিত্র
নির্দিষ্ট করে
আগামীর দিকে।
(অনেক কিছুই তবু)

বিনয় মজুমদারের ছোটোগল্পের বড় বৈশিষ্ট্য ই হলো এই কালেক্টিভিটি নির্মাণ এবং তা কেবলমাত্র কথোপকথনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অজস্র ঠাকুরনগরীয় চরিত্র ভিড় করে বসে 'বিনয়দা'-র চারপাশে। তাঁর বর্ণিত ভাষ্যগুলি প্রকৃতিতে ঘটমান। এবং লক্ষণীয়, কথায় কথায় গল্পের শেষে তিনি নিজেকে 'ভাঁড়' বলে চিহ্নিত করেন। আসলে বিনয় জীবনকে চিনেছেন হাতের তালুর মতো। শেক্সপিয়র তাঁর 'ফুল-দের 'ভাঁড়' বলতেন না ফুল অর্থাৎ সর্বজ্ঞ বলতেন। এই সর্বজ্ঞের ভারটাই বহন করেছেন 'ভাঁড়' বিনয় মজুমদার। নিজেকে লুকিয়ে রেখে একটা সামগ্রিক তৈরি। শেক্সপিয়ারের -এর মতোই 'কালেক্টিভিটি' বিনয় মজুমদারের স্ফিয়ারোলজির-ই আরেকটি অংশ। যাকে চলতি কথায় 'ককনি' বলা হয় সেগুলিই বিশেষ বিশেষ উপপাদ্যের প্রশ্ন হয়ে ওঠে এবং গল্প জুড়ে থাকে সেই উপপাদ্যের পারফর্মেটিভিটি। গল্পকারের কালেক্টিভিটি বা সামগ্রিকতা তৈরির অন্যতম নিদর্শন হল 'আমার চাষিভাইয়েরা', 'পৃথিবী বিখ্যাত', 'বই রহস্য', 'শ্রেষ্ঠগল্প', 'এখন রাত; আসলে দিন' প্রভৃতি গল্পগুলি। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে যথেষ্ট পোড়খাওয়া হওয়ায় জনসমীক্ষায় বিশ্বাস রাখতেন বিনয়। যখনই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ফলিত রূপ নির্মাণ প্রয়াস করেছেন; স্রেফ ব্রাত্য করে নিয়েছেন নিজেকে। তাঁর রিসেন্টমেন্ট নিঃশব্দ বিপ্লব হয়ে থেকে যায়, বিরল সৃষ্টি 'আমার চাষিভাইয়েরা' গল্পের মধ্যে। এখানে চাষিদের ধানের দাম বাড়ানো এবং পাট ইত্যাদির জন্য বিনয়বাবুকে একটি বক্তৃতা দিতে বলা হয়। কোন ও মার্কসিয় তত্ত্ব কিংবা অন্য কোনও তাত্ত্বিক চিন্তা টেনে আনেননি। বরং সম্পূর্ণ একটি লজিক খাড়া করেন সমাজে চাষিদের গুরুত্ব বোঝাতে ;

চাল, ডাল, গম, শিম, বেগুন... ইত্যাদি
আপনারা নবজাতককে খাইয়েছেন একটানা
২৯ বছর।
ফলে তিরিশ বছর বয়সে দেখা গেল এই
নতন মানষটির ওজন বেড়ে গেছে সাড়ে
আটান্ন
কেজি।... মনে রাখবেন আমার হিসাব
তেরোশো কোটি টন রক্তমাংস আপনারা
বানিয়েছেন
গত ৩৫ বছরে, সারা পথিবীতে।
(আমার চাষী ভাইয়েরা)

কালেক্টিভ রিসেন্টমেন্ট গড়ে তোলার জন্য এরকম অকল্পনীয় অথচ অতি সরল বক্তৃতা তাঁর গাণিতিক সূত্রে বাঁধা জীবনের সাপেক্ষে বিস্ময়কর নয়। 'পৃথিবী বিখ্যাত' গল্পে আবার এক ধরনের সিন্থেটিক ফেনোমেনোলজির কথা বলেন যা দিয়ে পরিসরকে বিনির্মাণের দিকে কিংবা প্রতি নির্মাণের দিকে নিয়ে গিয়ে তৈরি করেন সামগ্রিকতা বা কালেক্টিভিটি। 'বই রহস্য' গল্পে বিনয় দেখাচ্ছেন 'ট্যাক্স' নামক ব্যাপারটি কীভাবে একটি নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে। বিনয় মজুমদার ভেবেছিলেন পরিসরের বিনির্মাণ ঘটা সম্ভব শুধুমাত্র কালেক্টিভিটি তৈরির মাধ্যমে। কিংবা প্রচলিত বস্তু ধারনা সমূহের প্রতিনির্মাণ। কার্ল মার্কস নেশন স্টেটকে ভেঙে দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন পুঁজিবাদকে রুখতে। আর পুঁজিবাদ তাঁরই দেখানো উপায়ে তাঁকেই প্রত্যাঘাত করে। একারণেই বিনয় মজুমদারের রিয়ালিজম ক্রমশ মানুষের গণ্ডি ছাড়িয়ে অ-মানবকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে। যার উদাহরণ 'ভূমিকম্প বানানো' গল্পটির মেটামরফোসিস। এভাবে এযাবৎ বাংলা সাহিত্যকে মেটিরিয়ালিস্টিকভাবে খুব বেশি ভাবা গিয়েছে,তা কিন্তু নয় । অ-মানবকেন্দ্রিক অবস্থান ও লেখক হিসেবে বিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য;

পৃথিবীতে কোনও প্রাকতিক পরিবর্তন হলেই
তৎক্ষনাৎ সেটা এইসব প্রাণীদের মনের চিত্ত্র
স্পাকেও পরিবর্তন করে।
(ভূমিকম্প বানানো)

আবার ফিরে আসা যাক দেবীপ্রসাদের ঐ প্রবন্ধের প্রসঙ্গে। সন্দর্ভে তিনি যে সামান্য দুই এক উল্লেখ রেখেছেন, তার মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন প্রাবন্ধিক

প্রকৃতি আর মানুষের অদ্বয়ে দিনানুদিনের ফুটে
ফুটে -ওঠা ঝরে যাওয়ার...

এই 'দিনানুদিনের' শব্দবন্ধটি জরুরি এখানে। প্রতিটি আশ্চর্য এবং ঘটে যাওয়াকে, প্রতিটা গতির পরিসরকে, শব্দ এবং নৈঃশব্দ্যের পর্যায়ক্রমে ধরেছেন নিখুঁত মেটিরিয়ালিস্টিক ভঙ্গিতে, আবার তাকে সংকেতবদ্ধ ছবির কোলাজে পরিণত করেছেন। এক ই বস্তুকে, এক ই অবসরে, প্রায়োগিক সত্য-দার্শনিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এর জন্য অনিবার্যভাবে কালেক্টিভিটির তুমুল চেতনা এবং জনচেতনা সমৃদ্ধ বিশ্ববিক্ষা একান্তভাবে দায়ি বলেই বিশ্বাসবাসী ।বিনয় মজুমদারের কবিতা আর ছোটোগল্প নিপুণ টোপোগ্রাফি নির্মাণ করে। যার মাধ্যমে পাঠক ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন বিনয় মজুমদারের স্ফিয়ারোলজির ভৌগলিক রূপ, বিস্তার আর জাদুপ্রবণতাকে। একজন রূপদক্ষ এবং চাক্ষিকের কাছে এটাই তো পাওয়ার, এবং এই জাদু কালেক্টিভিটির বিরল প্রবক্তা বিনয় মজুমদার ব্যাতিত আর কে আমাদের বাংলা কবিতায় !বর্ষাকালে আমাদের পুকুরে শাপলা হয়, শীত গ্রীষ্মে এই

পুকুর সম্পূর্ণ শুশক হয়ে যায় পুকুরের নিচে
ঘাস গিজায়, তখন,
পুকুরে শাপলা আর থাকে না, আবার সেই
বর্ষাকাল আসে
তখন পুকুরটিতে জল জমে পুনরায় শাপলা
গজায়।
এই হলো শাপলার কাহিনী, শাপলা ফুল
শাপলার পাতা
ছন্দে ছন্দে দুলে যায়, অনুপ্রাস, চিত্রকল্প
ইত্যাদি সমেত।
এবং পুকুরটিও চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল, পুকুরের
আনন্দ বেদনা
পাতা হয়ে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে পৃথিবীতে,
এই বিশ্বলোকে।
শাপলার ফুলে ফুলে পাতায় কখনো মিল
থাকে, মিল কখনো থাকে না। (বর্ষাকালে)

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:23 Page 3

পড়ুয়াদের হাতে মোবাইলে আপত্তি শুভেন্দুর

নয়া জামানাঃ পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ২০২২ সালে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রকল্পে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা মোবাইল কেনার জন্য পেত ১০ হাজার টাকা। তবে ছাত্রছাত্রীদের হাতে মোবাইলে বেজায় আপত্তি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মঙ্গলবার হাওড়ার একটি স্কুলে অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, এবার পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ট্যাব দেওয়ার ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। এতে নেটদুনিয়ার প্রতি আসক্তি তৈরির সুযোগই থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবকরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়ছে। করোনাকালে পড়াশোনার সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে মোবাইল। লকডাউন থাকায় অনলাইন ক্লাস করায় বহু স্কুল। পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই ২০২২ সালে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার হাওড়ার একটি স্কুলে অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ জানালেন, পড়ুয়াদের দিনভর মোবাইলে ডুবে থাকা একেবারেই পছন্দ নয় তাঁর। বুঝিয়ে দিলেন ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষামূলক ট্যাব দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। কী এই শিক্ষামূলক ট্যাব? আধুনিক পড়াশোনায় ব্যবহারের উপযোগী করেই তৈরি এই ট্যাব। এর ডিসপ্লে তুলনামূলক বড় হয়। কারণ, স্ক্রিন বড় হলে পড়তে সুবিধা। এই ট্যাবে বিশেষ নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। ফলে চাইলেই প্লে স্টোর থেকে গেমিং, সোশাল মিডিয়া অ্যাপ ডাউনলোড করা যায় না। এগুলো কেবল পড়াশোনা সংক্রান্ত অ্যাপ, ই-বুক এবং নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কনটেন্টের জন্য তৈরি ও লক করা থাকে। কিছু ক্ষেত্রে এই অ্যাপের নিয়ন্ত্রণ থাকে অভিভাবকদের হাতে।

ফের বঙ্গে সক্রিয় জেএমবি!

২০১৪ সালের ২ অক্টোরর। অষ্টমীর সকাল। উৎসবের আমেজে মেতে গোটা বাংলা। আচমকাই প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল বর্ধমানের খাগড়াগড়। সেখানকার একটি বাড়িতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্তে নেমে জামাত-উল-মুজাহিদিন অর্থাৎ জেএমবি যোগ সামনে আসে। এমনকী এই ঘটনার পিছনে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' তৈরির ছক ছিল বলেও জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ঘটনার ১২ বছর পর বাংলার বুকে ফের তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন জেএমবির স্লিপার সেল! তাও আবার ঠিক ২ অক্টোবরের আগে। উৎসবের আগে এমন বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ডায়মন্ড হারবার, বর্ধমান-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে এক ইমাম-সহ বেশ কয়েকজন যুবককে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। ধৃতদের সঙ্গে সরাসরি জামাত-উল-মুজাহিদিন অর্থাৎ জেএমবির শাখা সংগঠন 'ইমাম মাহমুদের কাফেলা'র যোগ আছে বলে খবর। পূর্ব বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে নেমে হতবাক হয়ে যায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। যদিও এই ঘটনায় শাকিল গাজি ও করিম শেখ নামে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। কিন্তু খাগড়াগড়ের ওই অভিশপ্ত বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৫টি আইইডি, আরডিএক্স, ঘড়ির ডায়াল, সিম কার্ড-সহ একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। সামনে আসে বিরাট নাশকতার ছক। শুধু তাই নয়, তদন্তে সেই সময় উঠে আসে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যেই নাকি বর্ধমানে জোড়ো হয়েছিল জঙ্গিরা। কিন্তু একটা বিস্ফোরণই গোটা ছক ভেস্তে দেয়। জেএমবির স্লিপার সেল ভাঙতে সেই সময় একেবারে কোমর বেঁধে ময়দানে নামে এসটিএফ এবং পুলিশ। শুরু হয় একের পর এক গ্রেপ্তার। বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কুখ্যাত জেএমবির শীর্ষ নেতা মিজান ওরফে জাহিদুল ইসলাম ওরফে বোমারু মিজানকে। ত বোমারু মিজানকে জেরা করে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, বাংলাকে কেন্দ্র করে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গড়তে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি কোটি কোটি টাকা খরচ করে। আর তার সবটাই বোমারু মিজানের হাত ধরে বর্ধমানে আসে বলেও তদন্তকারীরা জানতে পারেন। এমনকী খাগড়াগড়ে ওই বাড়িতে তৈরি হওয়া বিস্ফোরক পাচারের ক্ষেত্রেও বোমারু মিজানের বড় ভূমিকা ছিল বলেও তদন্তে উঠে আসে। যদিও খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর বঙ্গে জেএমবি জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেলকে সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু নতুন করে একের পর এক গ্রেপ্তারে রীতিমতো চিন্তার ভাঁজ তদন্তকারীদের কপালে। প্রশ্ন উঠছে, এবারও কি 'বৃহত্তর বাংলাদেশ' গঠনের ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো হচ্ছে! জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে অসমে জঙ্গি সন্দেহে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, ধৃত ওই যুবক জামাত-উল-মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য। শুধু তাই নয়, তাঁকে জেরা করেই বাংলাদেশের এই জঙ্গি সংগঠনের মডিউল বাংলায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলেও জানতে পারেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এমনকী বাংলার মাটিতে স্লিপার সেল তৈরি করতে বাংলাদেশের এই জঙ্গি সংগঠন কাজ করছে বলেও তদন্তে উঠে আসে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, বিভিন্ন সমাজমাধ্যমকে ব্যবহার করে বাংলার বেশ কিছু যুবকের মগজধোলাই করা হচ্ছে। অসমে ধৃত ওই যুবককে জেরা করে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উঠে আসে। ধৃতের ল্যাপটপ-সহ বেশ কিছু নথি ঘেঁটেও আরও তথ্য পান। এরপরেই এদিন সকালে এনআইএ'র একাধিক টিম রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে তল্লাশি শুরু করেন। জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে একাধিক নথি, মোবাইল উদ্ধার করেছে এনআইএ। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গণপরিবহণ সচল নারীদের বাসযাত্রায়

বাসের স্টিয়ারিংয়ে বসা থেকে কন্ডাক্টরের টিকিট কাটার দায়িত্ব সামলানো। কলকাতার গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ক্রমেই বাড়ছে মহিলাদের উপস্থিতি। তাঁদের কেউ চালক, কেউ কন্ডাক্টর, কেউ বাসের মালিক, কেউ আবার দিনভর রুট সামলাচ্ছেন। তাঁদের অবদানকে সামনে রেখেই এ বার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'বাসযাত্রা ৪.০'। আগামী ২ অক্টোবর কলকাতা বাস-ও-পিডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই বিশেষ বাসযাত্রায় শহরের বাস পরিষেবার নেপথ্যের মহিলাদের সম্মান জানানো হবে। ২০২৩ সালে শুরু হয়েছিল 'বাসযাত্রা'। বাংলার বাস পরিষেবার দীর্ঘ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বর্তমান সময়ে তার গুরুত্ব তুলে ধরাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এ বার সেই আয়োজনেই বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছেন মহিলারা-যাঁরা চালক, কন্ডাক্টর, বাস মালিক, পরিবহণকর্মী ও আধিকারিক হিসাবে প্রতিদিন বাস পরিষেবা সচল রাখতে কাজ করছেন। ওই সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ৫৭ নম্বর রুটের কোনা-এসপ্ল্যানেড বাস। বাসটির মালিক শ্রীমতী ডলি রানা। শুধু মালিকই নন, তিনি নিজেই ওই বাসের কন্ডাক্টর হিসাবেও কাজ করেন। তাঁর গল্পের মাধ্যমে বাস পরিষেবায় মহিলাদের অংশগ্রহণের ছবি তুলে ধরা হবে। সরাসরি ডায়মন্ড হারবার-কলকাতা, নিমতা-হাওড়া মিনিবাস এবং ৩৪ সি নোয়াপাড়া-এসপ্ল্যানেড-এর মতো রুটেও মহিলা চালকদের দেখা যায়। তাঁরাও থাকবেন উৎসবে। দেওয়া হবে সংবর্ধনা। তাঁদের পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন রুটে মহিলা কন্ডাক্টরদের ভূমিকাও ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের মহিলা কন্ডাক্টরদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এ বারের বাসযাত্রায় থাকবে চার ধরনের বাস। থাকবে-ডাব্লুবিটিসি-র এসি সিএনজি বাস। প্রথমবার অংশ নেবে মিনিবাসও। ২৯ নম্বর রুটের টিকিয়াপাড়া-সল্টলেক মিনিবাস-প্রথম বার 'বাসযাত্রা'-য় অংশ নিচ্ছে এই মিনিবাস। ৫৭ নম্বর কোনা-এসপ্ল্যানেড রুট-বাস মালিক তথা কন্ডাক্টর ডলি রানার গল্পকে সামনে রেখে।

৫২ নম্বর রামরাজাতলা-এসপ্ল্যানেড রুট ফের অংশ নিচ্ছে বাসযাত্রায়। ২০২৩ সালে এই রুটের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছিল। ২ অক্টোবর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে শুরু হবে বাসযাত্রা।

রোজভ্যালির টাকা ফেরতের নির্দেশ হাই কোর্টের

রোজভ্যালি চিটফান্ড মামলায় আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়ায় চরম ঢিলেমি ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা! অসন্তোষ প্রকাশ করে ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর নির্দেশ কলকাতা হাই কোর্টের । শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে কমিটিকে আদালতে জমা দিতে হবে 'কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট'। বাকি বাজেয়াপ্ত না হওয়া সম্পত্তি চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকেও নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি সুদীপ দেবের ডিভিশন বেঞ্চ রোজভ্যালি মামলার রায় ঘোষণা করে জানায়, রোজভ্যালির সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়াই ছিল কমিটির একমাত্র কাজ। এর বাইরে অন্য কোনও আইনি ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়নি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:23 Page 4

সম্পাদকীয়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। মঙ্গলবার

সারথিতে নতুন পথ

একটি সাইকেল কখনও শুধু সাইকেল নয়। কোনও পড়ুয়ার কাছে সেটিই হতে পারে স্কুলে পৌঁছনোর সহজ রাস্তা, সময় বাঁচানোর সঙ্গী, কিংবা দূরের বাড়ি থেকে শিক্ষার আঙিনায় পৌঁছে যাওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাহন। সেই জায়গা থেকেই 'সারথি' প্রকল্পের সূচনা নিছক একটি সরকারি প্রকল্পের নামবদল হিসেবে দেখলে ছবির অনেকটাই অদেখা থেকে যায়।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন উদ্যোগে স্কুলপড়ুয়াদের জন্য সাইকেল বিতরণ কর্মসূচি নতুন পরিচয়ে সামনে এসেছে। 'সবুজ সাথী'-র পরিবর্তে 'সারথি'। নামের মধ্যেই রয়েছে পথ চলার প্রতিশ্রুতি পড়ুয়ার শিক্ষাযাত্রায় সরকার যেন হয়ে উঠতে চায় সহযাত্রী। ২০২৬ সালে রাজ্য সরকারের তরফে 'সারথি' নামে নতুন পর্যায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং সরকারি নথিতেও প্রকল্পটির উপস্থিতি স্পষ্ট।

এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য, সাইকেলকে শুধুমাত্র একটি সামগ্রী হিসেবে না দেখে শিক্ষার পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে ভাবা। বাংলার বহু ছাত্রছাত্রীকে প্রতিদিন বাড়ি থেকে দূরের স্কুলে যেতে হয়। কোথাও কাঁচা রাস্তা, কোথাও দীর্ঘ পথ, কোথাও আবার গণপরিবহণের অপ্রতুলতা সব মিলিয়ে একটি সাইকেলই হয়ে উঠতে পারে পড়ুয়ার স্বাধীন চলাচলের চাবিকাঠি। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখে সাইকেল বিতরণ কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।নতুন ব্যবস্থায় সাইকেলের গুণমান ও নিরাপত্তার দিকটিও সামনে আনা হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রযুক্তিগত পরীক্ষা, ক্র্যাশ টেস্টিং এবং ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশনের মতো ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ শুধু সংখ্যার হিসাব নয়, পড়ুয়ার হাতে পৌঁছনো সাইকেল কতটা ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদ সেই প্রশ্নটিও গুরুত্ব পাচ্ছে। আর এখানেই 'সারথি'র আসল অর্থ। সরকারি প্রকল্পের সাফল্য শুধু কতগুলি সাইকেল বিতরণ হল সেই সংখ্যায় মাপা যায় না। সাফল্য তখনই, যখন সেই সাইকেল কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়াকে নিয়মিত স্কুলে পৌঁছে দেয়; যখন যাতায়াতের সমস্যা পড়াশোনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, যখন একটি পরিবারের অতিরিক্ত যাতায়াতের খরচ কিছুটা হলেও কমে।প্রশাসনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রকল্প বাস্তবায়নে তথ্য যাচাই ও রেকর্ড সংরক্ষণের ওপর জোর। সরকারি নির্দেশিকায় পড়ুয়ার তথ্য যাচাই, বিতরণের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং পরবর্তী অডিটের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই ধরনের নজরদারি থাকলে প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তার কাছে পৌঁছনোর সম্ভাবনাও বাড়ে।রাজনৈতিক নাম বা রং বদলের বিতর্কের বাইরে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখা দরকার সরকার বদলালেও পড়ুয়ার প্রয়োজন বদলায় না। যে ছাত্রটির স্কুল বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, তার কাছে 'সবুজ সাথী' হোক বা 'সারথি', আসল প্রশ্ন একটাই সাইকেলটি সময়মতো এবং ভালো মানের হাতে পৌঁছল কি না।

তাই 'সারথি'কে শুধু একটি নতুন নাম হিসেবে নয়, একটি চলমান জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ হিসেবেই দেখা যেতে পারে। নাম পাল্টানোর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা, সময়মতো বিতরণ এবং প্রকৃত পড়ুয়ার কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

সত্য জানার চেয়ে নিজের বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করাই কি আমাদের নতুন অভ্যাস ?

বাপন দেব লাড়ু

তথ্যের ভিড়ে সত্য খোঁজার বদলে আমরা কি নিজের মতের সমর্থন খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?একটি খবর সামনে এল। আমরা খবরটি সত্য কি না যাচাই করার আগেই ঠিক করে ফেললাম, সেটি সত্যি হতে হবে। কেন? কারণ খবরটি আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে গেছে। আর যদি একই ঘটনার অন্য একটি ব্যাখ্যা সামনে আসে? তখন আমরা প্রশ্ন করি না, এটাও কি সত্য হতে পারে? বরং খুঁজতে শুরু করি, তএটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কী আছে?সমস্যাটা এখানেই।আমরা কি সত্য খুঁজছি, নাকি নিজের বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষী খুঁজছি? আজকের সময়ে এই প্রশ্নটি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ তথ্যের অভাব নেই, অভাব যেন সত্য যাচাই করার ধৈর্যের। আমাদের হাতে এখন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাজার খবর পৌঁছে যায়। কিন্তু আমরা খবরের সত্যতা যাচাই করার আগে তার সঙ্গে নিজের মতের মিল খুঁজি। যে তথ্য আমার বিশ্বাসকে সমর্থন করে, সেটাই সহজে সত্য হয়ে যায়। আর যে তথ্য আমার ধারণাকে প্রশ্ন করে, সেটাই হয়ে যায় ভুয়ো, বিকৃত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।অথচ সত্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে। আমরা এমন মানুষদের অনুসরণ করি, যারা আমাদের মতো ভাবে। এমন ভিডিও দেখি, এমন লেখা পড়ি, এমন মতামত শুনি, যা আমাদের পূর্বধারণাকে আরও শক্ত করে। ধীরে ধীরে আমরা এমন এক তথ্য-বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ি, যেখানে নিজের কথার প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য কিছু শোনা কঠিন হয়ে যায়। তখন মনে হয়, তসবাই তো আমার কথাই বলছে।দকিন্তু সবাই বলছে মানেই সত্য নয়।

সবচেয়ে বড় বিপদ হয় তখন, যখন মতামত আর তথ্যের পার্থক্যটুকু আমরা ভুলে যাই। আমার একটি মত থাকতে পারে। সেটি দৃঢ়ও হতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো বিষয়কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সত্য করে দেয় না। বরং সত্যের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা শুরু হয় তখনই, যখন আমরা নিজের বিশ্বাসকেও প্রশ্ন করতে পারি।

আমি ভুল হতে পারি।এই পাঁচটি শব্দ বলা সহজ নয়। কারণ ভুল স্বীকার করাকে আমরা প্রায়ই পরাজয় হিসেবে দেখি। অথচ ভুল স্বীকার করার ক্ষমতাই চিন্তার পরিপক্কতার অন্যতম লক্ষণ। আজ আমরা অনেক সময় যুক্তি ব্যবহার করি সত্য জানার জন্য নয়, নিজের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য। আগে সিদ্ধান্ত নিই, তারপর সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি খুঁজি। আগে পক্ষ নিই, তারপর পক্ষের সমর্থনে তথ্য সংগ্রহ করি।

এভাবে যুক্তি সত্যের অনুসন্ধানের হাতিয়ার না হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের অস্ত্র হয়ে ওঠে। এর প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত চিন্তায় সীমাবদ্ধ থাকে না। সমাজেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। তখন কোনো বক্তব্যের সত্যতা বিচার করার আগে আমরা জানতে চাই, বক্তা তআমাদের লোকদ কি না। কোনো তথ্য গ্রহণ করার আগে দেখি, সেটি আমাদের পক্ষকে শক্তিশালী করছে কি না। অর্থাৎ সত্যের আগে এসে দাঁড়ায় পক্ষপাত।এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুব কঠিন নয়। শুধু অভ্যাসটা বদলাতে হবে।কোনো খবর পছন্দ হয়েছে বলে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করা। অপছন্দ হয়েছে বলে সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা না বলা। নিজের মতের বিপরীত তথ্যটিও অন্তত একবার মন দিয়ে দেখা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নিজের বিশ্বাসকে প্রশ্ন করার সাহস রাখা। কারণ সত্যকে জানার জন্য শুধু তথ্য দরকার হয় না, দরকার মানসিক সততাও।

সত্যের কাছে পৌঁছতে হলে কখনও কখনও নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও হয়।শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা তাই তকার কথা ঠিক ?দ নয়।প্রশ্নটা আরও গভীর-আমি কি সত্য জানতে প্রস্তুত, যদি সেই সত্য আমার নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও যায়?যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে আমরা এখনও সত্যের পথে আছি। আর যদি উত্তর তনাদ হয়, তাহলে হয়তো আমরা সত্য খুঁজছি না।আমরা শুধু নিজের বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করার মতো একটি গল্প খুঁজছি।

তথ্যের ভিড়ে সত্য খোঁজার বদলে আমরা কি নিজের মতের সমর্থন খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?একটি খবর সামনে এল। আমরা খবরটি সত্য কি না যাচাই করার আগেই ঠিক করে ফেললাম, সেটি সত্যি হতে হবে। কেন? কারণ খবরটি আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে গেছে। আর যদি একই ঘটনার অন্য একটি ব্যাখ্যা সামনে আসে? তখন আমরা প্রশ্ন করি না, এটাও কি সত্য হতে পারে? বরং খুঁজতে শুরু করি, তএটাকে মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কী আছে?সমস্যাটা এখানেই।আমরা কি সত্য খুঁজছি, নাকি নিজের বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষী খুঁজছি? আজকের সময়ে এই প্রশ্নটি আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। কারণ তথ্যের অভাব নেই, অভাব যেন সত্য যাচাই করার ধৈর্যের। আমাদের হাতে এখন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাজার খবর পৌঁছে যায়। কিন্তু আমরা খবরের সত্যতা যাচাই করার আগে তার সঙ্গে নিজের মতের মিল খুঁজি। যে তথ্য আমার বিশ্বাসকে সমর্থন করে, সেটাই সহজে সত্য হয়ে যায়। আর যে তথ্য আমার ধারণাকে প্রশ্ন করে, সেটাই হয়ে যায় ভুয়ো, বিকৃত কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।অথচ সত্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:24 Page 5

সঙ্গীতের মেধা ছুল জাতীয় সাফল্য, গুজরাটের ‘প্রেরণা’য় আলিপুরদুয়ারের সঞ্চারী

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মঞ্চে অসাধারণ পারফরম্যান্সের ওপর ভর করে এবার জাতীয় স্তরের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে জায়গা করে নিল আলিপুরদুয়ারের বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সঞ্চারী সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের বিশেষ উদ্যোগ ‘প্রেরণা অ্যান এক্সপিরিয়েন্সিয়াল লার্নিং প্রোগ্রাম’-এ সমগ্র আলিপুরদুয়ার জেলার প্রতিনিধিত্ব করতে সে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার এই ছাত্রীর অর্জনে এখন গোটা এলাকায় আনন্দের পরিবেশ।বারবিশা জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় চমৎকার পারফর্ম করে প্রথম ধাপ পেরোয় সঞ্চারী। এরপর জেলা স্তরের কঠিন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মেধার স্বাক্ষর রেখে স্থান করে নেয় চূড়ান্ত তালিকায়। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ৪ থেকে ১০ অক্টোবর গুজরাটের ভাদনগরের

‘প্রেরণা সেন্টার’-এ এই এক সপ্তাহের আবাসিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। জেলা থেকে সঞ্চারীর সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছে আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র অতীশ দত্তও। সঞ্চারীর যাতায়াতের সমস্ত খ রচ বহন করবে জওহর নবোদয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।এই বিশেষ প্ল্যাটফর্মে ছাত্রছাত্রীদের জন্য থাকছে যোগাভ্যাস, মূল্যবোধভিত্তিক আলোচনা, দেশীয় খেলাধুলো, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ও ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের চমৎকার সুযোগ। সঞ্চারীর এই সাফল্যকে সম্মান জানাতে বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তপতী সরকার জানান, সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি জাতীয় স্তরের এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের লক্ষাধিক টাকার সরকারি সহায়তা

নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হল কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা

প্রদান কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেডের বাঁকুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ল্যাম্পসের মাধ্যমে কেন্দু পাতা বিক্রি করা ৫৮ জন যোগ্য উপভোক্তার হাতে মোট ৫২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

নিয়ম

অনুযায়ী, প্রতিটি যোগ্য পরিবারকে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে, যা তাঁদের দৈনিক জীবিকায় নতুন আশার আলো দেখ াচ্ছে।অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু বলেন, প্রান্তিক আদিবাসী মানুষ ও কেন্দু পাতা সংগ্রহের কাজে যুক্ত পরিবারের পাশে শক্তভাবে দাঁড়াতেই রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই আর্থিক অনুদান তাঁদের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বড়মাপের স্বস্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা দেবে। পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা ল্যাম্পসের নির্বাচন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী আশ্বস্ত করেন যে খুব শীঘ্রই ল্যাম্পসগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। মন্ত্রীর এই ঘোষণায় দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা সমবায় সদস্য ও সাধারণ কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার হয়েছে।

> পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হল কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের বিশেষ আর্থিক সহায়তাপ্রদান কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লিমিটেডের বাঁকুড়া আঞ্চলিক কার্যালয়ে এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তেজগঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা কন্টেনারে ধাক্কা, বর্ধমানে ২ যুবকের মৃত্যু

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ জাতীয় সড়কে দ্রুত গতির বলি হলেন দুই বাইক আরোহী যুবক। মঙ্গলবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের তেজগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকদের নাম কার্তিক মন্ডল ও মৃন্ময় মালাকার। তাঁদের মধ্যে একজনের বাড়ি বর্ধমান শহরের মিরছোবা এলাকায়।প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, ওই দুই যুবক অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে দুর্গাপুর-কলকাতা লেন ধরে যাচ্ছিলেন। তেজগঞ্জ এলাকায় এসে বাইকটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি কন্টেনারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে বাইকটি মুহূর্তের মধ্যে দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং দুই আরোহী রাস্তা থেকে অনেকটাই দূরে ছিটকে পড়েন।সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। অপর যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

ফোন করলেই দুয়ারে আসবে নোংরা সংগ্রহের গাড়ি, জঙ্গিপুর পুরসভার নয়া উদ্যোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর;উভয় অঞ্চলের নাগরিকদের পুরপরিষেবা দ্রুত ও আধুনিক করে তুলতে অভিনব পদক্ষেপ নিল জঙ্গিপুর পুরসভা।

শহরের কোথাও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাফাইকর্মীরা আবর্জনা না তুললে আর চিন্তা নেই। নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে একটি ফোন করলেই সরাসরি বাড়ির সামনে পৌঁছে যাবে পুরসভার বিশেষ মোবাইল ভ্যান। জঙ্গিপুর শহরে এই প্রথম এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ আবর্জনা সংগ্রহ পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। ফোন পাওয়া মাত্রই পুরকর্মীরা দ্রুত নির্দিষ্ট এলাকায়

পৌঁছে নোংরা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। এর ফলে রাস্তায় বা বাড়ির সামনে আবর্জনা জমে থাকার ভোগান্তি থেকে মুক্ত হবেন শহরবাসী।পুরসভার নতুন বোর্ড নাগরিকদের সুবিধার্থে একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জঙ্গিপুরের পুরপ্রধান সন্তোষ চৌধুরী ও উপ-পুরপ্রধান জহিদুর রহমান জানান, দ্রুত ও গুণগত পুরপরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের অন্যতম অগ্রাধিকার। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে এই মোবাইল ভ্যান পরিষেবা শহরের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:24 Page 6

গর্ভবতী দুই নাবালিকা, পকসো আইনে গ্রেপ্তার পূর্ব বর্ধমানের ২ যুবক

নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ নাবালিকাকে বিয়ে ও গর্ভবতী করার অপরাধে পূর্ব বর্ধমান জেলায় আবারও দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

ভাতার ও রায়নার পর এবার আউসগ্রাম এবং মন্তেশ্বর এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধেই পকসো আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আউসগ্রামের এক যুবক ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে পালিয়ে বিয়ে করেন। সম্প্রতি ওই কিশোরী বোলপুরের একটি হাসপাতালে সন্তান প্রসব করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। বর্ধমান আদালত তাকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।অন্যদিকে, মন্তেশ্বরের এক নাবালিকা চিকিৎসার জন্য বর্ধমানের একটি নার্সিংহোমে গেলে তার পরিচয়পত্র দেখে কর্তৃপক্ষ জানতে পারে যে সে নাবালিকা এবং গর্ভবতী।

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ থানায় অভিযোগ জানালে এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকার স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। বাল্যবিবাহ রোধে প্রশাসন এখন অত্যন্ত সতর্ক ভূমিকা পালন করছে।

বসিরহাটে মাদকবিরোধী সচেতনতার কর্মসূচি

বসিরহাট ঃ মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বসিরহাট পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং বরাহনগরের প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী কেন্দ্রের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি। নেশা মুক্ত ভারত অভিযান-এর সমর্থনে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল মাদককে না বলুন, সুস্থ জীবনযাপন করুন।অনুষ্ঠানে নেশার ক্ষতিকর প্রভাব, মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকার উপায় এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সচেতন করা হয়।ব্রহ্মা কুমারীদের নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এবং নেশামুক্ত জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে উপস্থিতদের মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ছাড়াও বিএসএফ ও পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসন, পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে অনুষ্ঠানে। একটি সুস্থ, সচেতন ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই সচেতনতা কর্মসূচি।

কান্দির অর্ণবের তুলিতে পটচিত্র, পুজোর মণ্ডপে ফুটবে বীরভূমে

কান্দি ঃ বাড়িতে অভাব রয়েছে। বহু কষ্ট করে কলেজে পড়ার পাশাপাশি শহরের একটি ঠাকুর তৈরির কারখানায় সহযোগী হিসাবে কাজ করেন মুর্শিদাবাদের কান্দি শহরের কলেজ ছাত্র অর্ণব পাল। এবছর প্রথম ঠাকুর তৈরীর কাজের পাশাপাশি তিনি এঁকে চলেছেন পটচিত্র। শুনিয়েছেন, আগামী দিনে চাকরি না পেলে এটাই হবে তার প্রফেশন। অপরদিকে কান্দির ছেলে অর্ণবের পটচিত্র এবার মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে যাচ্ছে পাশের জেলা বীরভূমে। সেখানে সিউরি শহরে প্রকাশ পাবে ঐ চিত্র। অর্ণবের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি খুবই খুশি পাড়া-প্রতিবেশীরা এবং কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। সকলের প্রিয় অর্ণব এখন পড়াশোনার পাশাপাশি এটাই তৈরি করছে মূল হবি হিসেবে। মুর্শিদাবাদের কান্দি শহরের রাধাবাজার এলাকার বাসিন্দা অর্ণব পাল। কান্দি শহরের রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র কলেজে অর্ণব ৫ সেমিস্টারের ছাত্র।

পড়াশোনার পাশাপাশি ঠাকুর তৈরি করার নেশা বহুদিনের। অর্ণব পাল জানিয়েছেন, আমরা নিম্নবিত্ত পরিবারের। লেখাপড়ার পাশাপাশি কান্দি শহরের এক প্রতিমা শিল্পীর কাছে ঠাকুর তৈরির কাজ করি সহযোগী হিসাবে। এবছর বীরভূমের সিউড়ি শহরে আমাদের কান্দি শহর থেকে যাচ্ছে দুর্গা প্রতিমা। সেই হিসাবে ওই প্রতিমার পটচিত্র আমি তৈরি করছি ।সময় কম। ১৪ ফুটের পট চিত্র এবছর তৈরি করা হচ্ছে ।যেখানে বাস কাগজ তিন ধরনের ফেব্রিক রং ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রং এবং জিনিসপত্র দিয়েই ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে মা দুর্গা, মা কালী রাম, লক্ষণ , সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মুখ ও নানা কাহিনী পটচিত্র যা একসময় গ্রাম বাংলায় পুজো মন্ডপে দেখা মিললেও বর্তমানে দেখা মেলে না। লেখাপড়ার পাশাপাশি আগামী দিনে এই পটচিত্রই হবে আমার প্রফেশন।

মুন্সিরহাটে আজাদ হিন্দের আত্মরক্ষা শিবির,সুস্থ সমাজ গড়ার বার্তা

মুন্সিরহাট ঃ যুব সমাজের মধ্যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও নতুন প্রজন্মকে মোবাইল ছাড়াও যে কোন নেশা মুক্ত করে, খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করতে, সারাদিনব্যাপী সেল্ফডিফেন্স বা আত্মরক্ষা শিবির আয়োজিত হল মুন্সিরহাট শিমুলতলা আজাদ হিন্দ আনন্দমঠে।এটি আয়োজন করে আই এফ এস কে, স্কুল অফ ক্যারাটে সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতী হাওড়া জেলার সহ সভাপতি সেন্সী ও যোগ শিক্ষক অমর কাঁড়ার।

এখানে উপস্থিত ছিল ৩০০জন ছাত্রছাত্রী, ৭০ জন অভিভাবক ও কুড়িজন প্রশিক্ষক।এই কার্যক্রমে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জার্মান থেকে আগত মার্টিনার বুচলার সেন্সী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জে কে এ ডব্লিউ এফ এর ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান সোমনাথ পাল চৌধুরী।জে কে এ ডাব্লু এফ এ ইন্ডিয়ার টেকনিক্যাল চেয়ারম্যান সেন্সী অরিন্দম সিকদার। জগৎবল্লভপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি ওম প্রকাশ সিং এবং ক্রীড়াভারতীর বিভাগ সংযোজক শুভেন্দু সরকার।প্রধান অতিথি মার্টিন বুচলার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমি এখনো তেষট্টি বছর বয়সেও নিয়মিত ক্যারাটে অভ্যাস করি, তোমরাও নিয়মিত ক্যারাটে অভ্যাস করবে কারণ এটি একটি নিত্য সাধনার বিষয় । ক্রীড়া ভারতীর পক্ষ থেকে শুভেন্দু সরকার বলেন যে, ভারতেই ক্যারাটের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে গিয়ে এই ক্যারাটের বিভিন্ন স্টাইল ও নামের পরিবর্তন হয়েছে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন শুধু মেডেল বা বেল্টের জন্য নয়, দেশের সার্থে খেলাধুলা করতে হবে। ভারতীয় সকল খেলাধুলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেশা মুক্ত যুব সমাজ ও সুস্থ ভারত গড়তে সকল ক্রীড়াপ্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শুভেন্দু সরকার।

১৮ বছরের অপেক্ষার পর সোনা, এশিয়ান গেমসে জয়ী রানাঘাটের পিঙ্কি

নদিয়া ঃ জাতীয় দলের জার্সিতে দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন ছোটবেলা থেকেই। দীর্ঘ ১৮ বছরের অপেক্ষা, একাধিক চোট ও অস্ত্রোপচার এবং জাতীয় শিবিরে সুযোগ পেয়েও মূল দলে জায়গা না পাওয়ার বাধা পেরিয়ে অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হল রানাঘাটের পিঙ্কি রায়ের। ২০২৬ এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা কবাডি দলের সদস্য হয়ে সোনা জিতলেন নদিয়ার এই বঙ্গতনয়া।২৬ সেপ্টেম্বর টোকাই সিটিজেন জিমনাসিয়ামে মহিলা কবাডির ফাইনালে ইরানকে ৩৭-৩৪ পয়েন্টে হারিয়ে সোনা জেতে ভারত। প্রথমার্ধে ২২-১৬ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারত। দ্বিতীয়ার্ধে একসময় ২৭-২৬ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইরান। তবে শেষপর্যন্ত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ফেরায় ভারতীয় দল। রক্ষণভাগে বাঁ-দিকের কভার পজিশনে থাকা পিঙ্কিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নেন।ফাইনালের আগে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশকে ৪২-২১, ইরানকে ৩৭-২৩ এবং জাপানকে ৫০-২৫ ব্যবধানে হারায় ভারত। সেমিফাইনালে নেপালকে ৪৮-২৪ ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে দল।রানাঘাটের রথতলা বাজার এলাকার বাসিন্দা পিঙ্কি ছোটবেলা থেকেই কবাডির সঙ্গে যুক্ত। বাংলার হয়ে খেলার পর ইন্ডিয়ান রেলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলেন। ২০১৬ সাল থেকে দক্ষিণ মধ্য রেলে কর্মরত তিনি। বর্তমানে হায়দরাবাদে থাকেন।২০১৩ সালে হাঁটুর অস্ত্রোপচার এবং ২০১৯ সালে জাতীয় শিবিরে সুযোগ পাওয়ার পর ফের অস্ত্রোপচার তাঁকে পিছিয়ে দেয়। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপের শিবিরেও ছিলেন, তবে মূল দলে জায়গা হয়নি। শেষপর্যন্ত ৩৩ বছর বয়সে এশিয়ান গেমসে আন্তর্জাতিক অভিষেকেই সোনা জিতলেন পিঙ্কি।

জল সংরক্ষণ-জলধারা পরিষ্কারের কর্মসূচি কুশমন্ডিতে

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি বিধানসভার অন্তর্গত সরাই হাট পীড়তলায় আয়োজিত হলো জল সংরক্ষণ ও জলধারা পরিষ্কার কর্মসূচি।এই কর্মসূচির মাধ্যমে এলাকার জলধারা পরিষ্কার করার পাশাপাশি জল সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিবেশ রক্ষা ও

জলসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।কর্মসূচিতে স্থানীয়ভাবে জলধারা পরিষ্কারের কাজ করা হয়। পরিবেশ রক্ষা এবং জলসম্পদ সংরক্ষণে এই ধরনের প্রয়াস আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:24 Page 7

রুশ তেল নিয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ভারত!

রুশ তেল কেনা নিয়ে ওয়াশিংটনের নতুন আইন ভারতের বিদেশনীতিকে আবার কাঠগড়ায় তুলেছে। পশ্চিমের আপত্তি আর নয়াদিল্লির অনড় অবস্থানের মাঝখানে প্রশ্ন একটাই, আমাদের দেশ কি সত্যিই এগোচ্ছে, না কি নিজের তৈরি জালেই জড়াচ্ছে? পার্থ দেবনাথ ১৮ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি নতুন আইনে সই করেছেন। রাশিয়া ও ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর এই আইনে রুশ তেল ও গ্যাসের বড় ক্রেতাদের পণ্যের উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর ক্ষমতা পেয়েছেন তিনি। চিনের পাশাপাশি ভারতও সেই ক্রেতাদের সামনের সারিতে। মার্কিন প্রতিনিধি সভায় বিলটি পাশ হয়েছে ২৬২-১৫৯ ভোটে। রুশ-জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে, এমন দেশগুলির জন্য ছাড়ের সংস্থান আইনে আছে। তবে কোন দেশে কত শুল্ক বসবে এবং কাকে ছাড় দেওয়া হবে, তা ঠিক করার এক্তিয়ার প্রায় পুরোটাই প্রেসিডেন্টের হাতে। নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, এমন পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে, এবং আপন বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ভারত প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে। যুক্তির শিকড় খুঁজতে গেলে ফিরতে হয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। 'চাণক্য' নামেই যিনি পরিচিত সমধিক। রাষ্ট্রনীতিকে দাঁড় করিয়েছিলেন 'সাম', 'দাম', 'দণ্ড' ও 'ভেদ', এই চারটি স্তম্ভের উপর। তাঁর মণ্ডল তত্ত্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বী, আর প্রতিবেশীর প্রতিবেশী স্বাভাবিক মিত্র। সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব, এই ছ'টি গুণের নীতিতেও সিদ্ধান্তের ভিত্তি, শক্তির আপেক্ষিক অবস্থান। বিচারের মাপকাঠি এখানে জাতীয় স্বার্থ, নৈতিক ধারাবাহিকতা নয়। অবশ্য একই বইয়ে প্রজার সুখেই রাজার সুখ , এ কথাও রয়েছে। তাই কৌটিল্যকে নিছক নীতিহীনতার প্রবক্তা বলা ঠিক নয়। তবু আধুনিক মানবাধিকারের ভাষার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্রকৌশলের যে দূরত্ব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবে ভারত এই দর্শনের প্রয়োগ করেছে জ্বালানি, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা, তিনটি ক্ষেত্রেই। ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ভারতের আমদানি করা অশোধিত তেলে রাশিয়ার অংশ ছিল প্রায় ২ শতাংশ। ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে মস্কো বড় অঙ্কের ছাড় দিতে শুরু করার পর ছবিটা বদলে যায়। ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে ভারতের অশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৩০ শতাংশ এসেছে রাশিয়া থেকে। ২০২৫ সালের ২১ নভেম্বর রসনেফ্ ট ও লুকঅয়েলের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ভারতীয় শোধনাগারগুলি বিকল্প খুঁজতে শুরু করে। বিশ্লেষক সংস্থা ক্যাপলারের তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে রুশ তেলের অংশ দুই বছরে প্রথমবার ২৫ শতাংশের নীচে নামে।

কারখানার হাত ধরে আগস্টে শিল্পবৃদ্ধি পৌঁছল ৮ শতাংশে

বর্ষার মরশুমেও গতি বাড়ল দেশের শিল্পক্ষেত্রে। সোমবার কেন্দ্রের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের আগস্ট মাসে ভারতের শিল্পোৎপাদন সূচক বা আইআইপি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জুলাই মাসের প্রাথমিক হিসেবে বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৬.৭ শতাংশ, সেখানে আগস্টের এই অগ্রগতি অর্থনীতিতে জোরালো সক্রিয়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত। গত বছর আগস্টে এই সূচক ছিল ১১৪.২ পয়েন্ট, এ বার তা লাফিয়ে পৌঁছেছে ১২৩.৩-এ। খনি ও খনন ক্ষেত্রে ৫.৬ শতাংশের সংকোচন দেখা গেলেও বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জোগানে ১২.৩ শতাংশ এবং জল সরবরাহ, নিকাশি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ৬.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পুরো ছবিটিকে ইতিবাচক করে তুলেছে। বিশেষত অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিত ম্যানুফ্যাকচারিং বা সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশে, যা টানা তিন মাস ধরে ৮ শতাংশের ওপরে রইল। সরকারি পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, ক্ষুজাতীয় শিল্প শ্রেণিবিন্যাসের আওতাভুক্ত মোট ২৩টি উৎপাদনমুখী শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ১৮টিতেই আগস্টে চোখে পড়ার মতো ইতিবাচক বৃদ্ধি নথিভুক্ত হয়েছে। এই পর্বে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির হার এক লাফে বেড়েছে ৩০.৯ শতাংশ। এর পেছনে বড় ভূমিকা নিয়েছে সার্কিট প্রোটেকশন যন্ত্রাংশ, অপটিক্যাল ফাইবারের কানেক্টর, ইউপিএস ও সলিড-স্টেট ড্রাইভের উৎপাদন। পাশাপাশি বাণিজ্যিক গাড়ি, যাত্রিবাহী গাড়ি ও অটো যন্ত্রাংশের ভরসায় মোটরযান শিল্পে ২৫.২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। রেলের কামরা, বাইক এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী যানের জোগানে ভর করে অন্যান্য পরিবহণ সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এসেছে ২৫.৩ শতাংশ। অর্থনীতির বিশ্লেষণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো পণ্যের ব্যবহারের ভিত্তিতে তৈরি খ তিয়ানটি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কলকারখানায় ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত মূলধনী পণ্যে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৬.৯ শতাংশ। মাঝারি মাপের পণ্যে ১৩.৭ শতাংশ এবং দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১.১ শতাংশ। এ ছাড়া পরিকাঠামো ও নির্মাণ সামগ্রী ৬.৪ শতাংশ, প্রাথমিক পণ্য ৩.৫ শতাংশ এবং নিত্যব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য ২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান মন্ত্রকের বিশ্লেষণে উল্লেখ, ক্ষুসমগ্র শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে মাঝারি পণ্য, মূলধনী পণ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যপণ্য শিল্প।ক্ষু মূলধনী ও ভোগ্যপণ্যের এই জোড়া উত্থান দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বাণিজ্যিক চাহিদা ও ক্রেতাদের কেনাকাটার মানসিকতা চাঙ্গা থাকার বার্তাই দিচ্ছে।

'ভ্যানিশ' কুমারকে তাড়ানোই লক্ষ্য! মমতা

নয়া জামানাঃ ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার দিল্লি পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেমেই বোঝালেন বর্তমানে তাঁদের মূল লক্ষ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ।বৈঠকের আগের দিনই রাজধানীর বুকে আরও একবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিশান করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আরও একবার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ জি' বলে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, তআগামিকাল আমাদের বৈঠক আছে। সেখানে যা বলার বলব। তবে আপনারা জানেন আমাদের মূল লক্ষ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।দ পশ্চিমবঙ্গে ছাব্বিশ নির্বাচনে হারের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে নতুন করে জাল বুনতে শুরু করেছেন। বাংলার উপ নির্বাচনে নন্দীগ্রাম আসনে কংগ্রেসকে সমর্থন করছেন। কথা বলেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গেও। সেখানে মমতা না কি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মানুষের স্বার্থের লড়াইয়ে কোনও রং দেখবেন না। সেই লক্ষ্যেই আগামিকাল বুধবার দিল্লিতে বৈঠকে বসতে চলেছে 'ইন্ডিয়া' ব্লক। নির্বাচনে হারের পর থেকে মমতা দাবি করছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিজেপির নির্দেশে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার 'ভোট চুরি' করেছেন। বঙ্গ এসআইআরে কমিশনের আনা 'তথ্যগত অসঙ্গতি' ও কমিশনের আইটি সেলের প্রধান সীমা খন্নার ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন মমতা ও তাঁর সঙ্গীরা। মঙ্গলবার দিল্লিতে নামার পর তিনি বলেন, তআগামিকাল 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠকের জন্য দিল্লিতে এসেছি। যা কিছু বলার, তা আমি আগামিকালের বৈঠকেই বলব। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে, আমাদের মূল লক্ষ্য নির্বাচন কমিশন। এই বৈঠকটি মূলত সেই 'সফটওয়্যার টিম'-এর বিরুদ্ধে, যারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার আসলে 'জ্ঞানেশ' নন।'ভ্যানিশ জি'। আপনারা জানেন শুরু থেকেই আমি তাঁকে ভ্যানিশ বলে আসছি।

বালোচিস্তানের 'লক্ষ্মীবাই'দের আতঙ্কে কাঁপছে পাক সেনা

বালোচ লিবারেশন ফ্রন্ট -র স্বাধীনতার লড়াই আরও ভয়াবহ আকার নিল বালোচিস্তানে । পাক সেনার ঘুম ছুটিয়ে এবার ময়দানে নামল বালোচিস্তানের লক্ষ্মীবাইরা। বালোচ সেনার মহিলা শাখা 'করিমা আর্মড অ্যাসল্ট ডিভিশন' জোড়া অভিযানে পাক সেনার ৯ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত এক ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছে বিএলএফ। বিএলএফ-এর তরফে যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, মহিলা যোদ্ধাদের কমান্ডার পর্যায়ের একজন নেত্রী বাকিদের অভিযান সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন।

একটি অংশে দেখা যাচ্ছে, গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কখ নও আবার পাক সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হচ্ছে গুলি। বালোচ সেনার তরফে দাবি করা হয়েছে, কাদ উইং মূলত ২টি জায়গায় অভিযান চালায় কালাতের মাংচার অঞ্চলে এবং তুর্বতের জোসক অঞ্চলে। এই দুই অভিযানে ৯ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। বিএলএফের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তুর্বতের জোসক এলাকায় সিপিইসি সড়কে কনভয়ে হামলা চালাচ্ছে মহিলা যোদ্ধারা। পাকিস্তানি সেনার কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্সের কনভয় লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো হচ্ছে। ভিডিওর অন্য একটি অংশে দেখা যাচ্ছে। কালাতের মাংচার এলাকায় গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন যোদ্ধারা। বালোচ লিবারেশন আর্মির দাবি, বছরের পর বছর ধরে ট্রেনিং দিয়ে তাঁরা এই মহিলা ব্রিগেড তৈরি করেছে।

বালোচিস্তানের স্বাধীনতার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই ব্রিগেড। করিমা বালোচের নামে এই ইউনিটের নামকরণ করা হয়েছে। যিনি ছিলেন একজন বালোচ নেত্রী। কানাডায় রহস্য মৃত্যু হয় তাঁর।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 29-09-2026 22:24 Page 8

শুক্রে ব্রাজিল-উরুগুয়ে দলের সঙ্গে সান্ধ্যভোজনে মুখ্যমন্ত্রী !

নয়া জামানাঃ ব্রাজিল ম্যাচ ঘিরে প্রত্যাশিতভাবেই ভারতীয় ফুটবল মহলে সাজ সাজ রব। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং রাজ্য সরকার প্রস্তুতির কোনও খামতি রাখতে চাইছে না। ওই মেগা ম্যাচ ঘিরে একাধিক চমকও থাকছে। সূত্রের খবর, ম্যাচের একদিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে দলকে সান্ধ্যকালীন ভোজনে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে নামবে ভারতীয় দল। তার ৩ দিন বাদে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নামবেন আনোয়ার আলিরা। দুই দলই ভারতে চলে আসবে ২ অক্টোবরের মধ্যে। ফেডারেশন সূত্রের খবর, ওইদিন সন্ধেয় ব্রাজিল দলের প্রতিনিধি এবং উরুগুয়ে দলের প্রতিনিধিদের রাজ্য সরকারের তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ওই সান্ধ্যভোজনে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ব্রাজিল ও উরুগুয়ে দু'দলের প্রতিনিধিরা ছাড়াও ভারতীয় দলও থাকবে ওই সান্ধ্যভোজনে। চমক আরও বাকি রয়েছে। ব্রাজিল ম্যাচে গ্যালারিতে ফেডারেশন কর্তা,

ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। এর পাশাপাশি সব ঠিক থাকলে ওই ম্যাচ দেখতে শহরে উপস্থিত থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যও। অর্থাৎ শনিবার যুবভারতীর গ্যালারিতেও রীতিমতো চাঁদের হাট বসতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ওই ম্যাচের জন্য সেজে উঠছে যুবভারতী। নিরাপত্তারও পোক্ত বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। কোনওরকম কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চায় ৩ অক্টোবর ম্যাচের জন্য যে টিম ঘোষণা করেছে ব্রাজিল, তা রীতিমতো রত্নখচিত। ফরোয়ার্ড লাইনে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের সঙ্গে রাখা হয়েছে রাফিনহা, এস্তেভাও উইলিয়ান, এনড্রিক, জোয়াও পেদ্রোর মতো মহাতারকাকে। মিডফিল্ডারদের মধ্যে খেলতে দেখা যাবে ব্রুনো গিমারেস, আন্দ্রে স্যান্টোস, ডগলাসদের। ডিফেন্সে আবার থাকবেন প্যারিস সাঁ জাঁ-র অধিনায়ক মারকুইনহোস, আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল ম্যাগেলাসরা।

পাক ক্রিকেটের 'সুদিন' ফেরাতে আখতারকে বড় দায়িত্ব দিচ্ছেন নকভি

নয়া জামানাঃ পাক ক্রিকেটের দুরবস্থা অব্যাহত। সব ধরনের ক্রিকেটেই ব্যর্থতা চলছে। কোচ-অধিনায়ক বদলেও উন্নতি হচ্ছে না। এবার পাক ক্রিকেটের 'সুদিন' ফেরাতে নয়া পদক্ষেপ বোর্ড প্রধান মহসিন নকভির।

প্রাক্তন তারকা পেসার শোয়েব আখতারকে বড় দায়িত্ব দিতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ঘটনাচক্রে আখতার কিছুদিন আগে পর্যন্ত নকভির নিয়মিত সমালোচক ছিলেন। কিছুদিন আগেই ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হয়ে এসেছেন বাবর আজমরা। বহুদেশীয় প্রতিযোগিতায় শেষ সাফল্য এসেছে বছর দশেক আগে। ভারতের বিরুদ্ধে নামলে শুধু হার আর হার। দেশের মধ্যে সমালোচনার ঝড়। কোচ বা অধিনায়ক বদলে লাভ হয়নি। এমনকী নির্বাচকদেরও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার আখতারের ভরসায় নকভি।

দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ভালো। এক সূত্র জানিয়েছেন, ক'য়েক সপ্তাহ আগে আখতারের ভাই প্রয়াত হন। নকভি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। এর আগে শোয়েব নকভির বহু সিদ্ধান্ত ও পাকিস্তান ক্রিকেটের অনেক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু নকভির এই আচরণ শোয়েবকে মুগ্ধ করেছিল। সম্প্রতি নকভির সঙ্গে ফের দেখা করেছেন আখতার। পাক বোর্ড প্রধান তাঁকে জাতীয় ট্রেনিং ক্যাম্পে আমন্ত্রণ করেছেন। ওই সূত্র আরও জানান, তআখতারকে বোর্ডে বড় পদ দেওয়া হবে। ওর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা আছে। যেগুলো কাজে লাগাতে পারলে পাকিস্তানের ক্রিকেটের উন্নতি হবে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যে পাক ক্রিকেটে কিছু বদল আনা হবে। নকভি ইতিমধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, পুরুষ-মহিলা বা বয়সভিত্তিক দলের থেকে তিনি ভালো ফল প্রত্যাশা করেন।দ এর মধ্যে মহিলা দলের জন্যও নতুন কোচ খুঁজছে পাক বোর্ড।

ব্রাজিল দ্বৈরথের মহড়া

শহরে পা রাখলেন সুনীলদের উত্তরসূরিরা

নয়া জামানাঃ পানামার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে ১-১ গোলে ড্র করার পর এ বার লক্ষ্য পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। সেই মেগা দ্বৈরথের প্রস্তুতি সারতে সোমবার দুপুর পৌনে একটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামল ভারতীয় জাতীয় সিনিয়র ফুটবল দল।

আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সেলেকাওদের মুখোমুখি হবেন 'ব্লু টাইগার্স'-এর ফুটবলাররা। ফুটবলপাগল শহর কলকাতা এই হাইভোল্টেজ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ফুটছে। সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাসও তুঙ্গে। শক্তিশালী পানামার বিরুদ্ধে গত ম্যাচে পিছিয়ে না গিয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছিলেন ভারতীয় ফুটবলাররা।

প্রথমার্ধে রায়ান উইলিয়ামসের চোখ ধাঁধানো গোলে এগিয়ে গিয়ে ম্যাচের সুর বেঁধে দিয়েছিল ভারত। সেই লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করেই এ দিন শহরে পা রাখলেন উইলিয়ামস ও তাঁর সতীর্থরা। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তির বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এই ম্যাচ ভারতীয় ফুটবলের নিরিখে নিছকই একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ম্যাচ নয়। বরং নিজেদের মান যাচাই এবং আধুনিক ফুটবলের গতি ও টেকনিকের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ।

শহরে পা রাখার পর হোটেলে সামান্য বিশ্রাম নিয়েই রণকৌশল সাজাতে অনুশীলনে নেমে পড়বেন ফুটবলাররা। যুবভারতীতে সান্বা ফুটবলের ম্যাজিক দেখার অপেক্ষায় টিকিটের হাহাকার ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

পোডিয়ামে ভিড় বাড়লেও অধরা হলুদ ধাতু

আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে পদকের সংখ্যায় পাল্লা ভারী হলেও ভারতের পদকতালিকায় সোনা জয়ের খরা উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছেছে। রবিবার পর্যন্ত দেশের ঝুলিতে মোট ৩৭টি পদক জমা পড়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সোনালী পদক মাত্র ৪টি; বাকি ৩৩টিই রুপো (১৬টি) ও ব্রোঞ্জ (১৭টি)। ফলে সার্বিক পদক তালিকায় ১২ নম্বরে নেমে যেতে হয়েছে ভারতকে। ২০২৩ সালের হাংঝৌ এশিয়ান গেমসে যেখানে রেকর্ড ২৮টি সোনার মধ্যে ১৩টিই এসেছিল অ্যাথলেটিক্স ও শুটিং রেঞ্জ থেকে, সেখানে জাপানের মাটিতে এই দুই স্তম্ভ এখনও পর্যন্ত ভারতকে যৌথভাবে এনে দিয়েছে মাত্র একটি সোনা। অ্যাথলেটিক্সে ১৩টি পদক (৬টি রুপো, ৭টি ব্রোঞ্জ) এবং শুটিংয়ে ১১টি পদক মিললেও পোডিয়ামের শীর্ষ ধাপে ওঠার আকাল তীব্র হয়েছে। ভারতের চারটি সোনার মধ্যে তিনটিই এসেছে পুরোনো খেতাব ধরে রেখে; মহিলাদের ক্রিকেট এবং পুরুষ ও মহিলাদের কবাডি। শুটিং থেকে একমাত্র সোনাটি এসেছে সুরুচি সিং ও কমলজিতের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে। অ্যাথলেটিক্সে রবিবার মহিলাদের লং জাম্পে অ্যান্সি সোজান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ৬.৫৩ মিটার লাফিয়ে এগিয়ে থাকলেও শেষ প্রচেষ্টায় চীনের হুয়াং ইংইং ৬.৫৫ মিটার পার করে ভারতের হাতের মুঠো থেকে সোনা ছিনিয়ে নেন।

এক বল না খেলে সেমিতে ভারত-পাকিস্তান

বাইশ গজে একটি বলও গড়াল না, টসটুকুও হলো না, অথচ বৃষ্টির সৌজন্যে আইসিসির টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকার সুবাদে সরাসরি এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত ও পাকিস্তান। সোমবার সকালে জাপানের নিশি্শনে লাগাতার বৃষ্টি ও ভেজা মাঠের কারণে ম্যাচ ভেস্তে যেতেই টুর্নামেন্ট থেকে কার্যত ছিটকে গেল আফগানিস্তান ও হংকং। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও আয়োজকদের দুর্বল মাঠ ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক পরিকাঠামোর শোচনীয় অভাবকে দায়ী করে ক্রিকেটপ্রেমী থেকে প্রতিপক্ষ শিবির; সর্বত্রই চরম ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। নিশি্শনে সোমবারের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল হংকংয়ের। কিন্তু বৃষ্টি না থামায় এবং মাঠ খেলার অযোগ্য থাকায় ম্যাচটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়; আন্তর্জাতিক ক্রমতালিকায় এগিয়ে থাকায় শেষ চারের ছাড়পত্র পায় পাকিস্তান। কিছুক্ষণের মধ্যেই একই পরিণতি হয় ভারতের ম্যাচেরও। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচটির ক্ষেত্রে নির্ধারিত টসের ঠিক ১৬ মিনিট আগেই খেলা পুরোপুরি বাতিলের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের বাই-লজ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৩ জুলাইয়ের আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রমতালিকা অনুযায়ী দলগুলির বাছাই বা সিডিং চূড়ান্ত হয়েছিল। সেই নিরিখে আফগানদের চেয়ে ভারত অনেকটা এগিয়ে থাকায় সোজা সেমিফাইনালে পা রাখে।

তবে এই সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তানের তারকা ব্যাটার মহম্মদ আক্রম জাজাই। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ক্ষ্মআমরা খেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই মাঠে নেমেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে পারলে আমাদের খুব ভালো লাগত, কারণ আমাদের খেলোয়াড়রা দুর্দান্ত ফর্মে ছিল।

মাঠের পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, ক্ষ্মআমরা এই মাঠে আগেই দু'টি ম্যাচ খেলে ফেলেছিলাম, ফলে এখানকার পরিস্থিতি আমাদের খুব চেনা ছিল। কিন্তু বৃষ্টি সব মাটি করে দিল। পুরো ২০ ওভার না হলেও যদি পাঁচ বা ছ-ওভারের ম্যাচও আয়োজন করা যেত, তবে আমরা অত্যন্ত খুশি হতাম। কারণ সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে আমাদের দল যথেষ্ট শক্তিশালী। অন্তত মাঠে নেমে লড়াই করে সুযোগ পাওয়ার অধিকারটুকু আমাদের থাকা উচিত ছিল। নাগোয়ায় গত কয়েক দিন ধরেই ধারাবাহিক বৃষ্টি চলছে। আবহাওয়া দপ্তর থেকে আগেই বৃষ্টির আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সত্ত্বেও আয়োজকরা মাঠ শুকানোর জন্য কোনো 'সুপার সোকার' বা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করেননি। এমনকী পুরো মাঠ ঢেকে রাখার মতো কভারের পর্যাপ্ত বন্দোবস্ত ছিল না বলেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীরা তীব্র ভাষায় আয়োজকদের ধুয়ে দিয়েছেন।

ক্ষুব্ধ এক সমর্থক লিখেছেন, ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে এশিয়ান গেমসের মতো আসরে মাঠ শুকানোর ন্যূনতম আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, এটা চরম অপদার্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঠ সামলানোর ক্ষমতাই যদি না থাকে, তবে ক্রিকেট আয়োজনের দায়িত্ব নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?ক্ষ্ম ক্রিকেটীয় ঐতিহ্যের বাইরে কোনো দেশে এত বড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আয়োজকদের এই গা-ছাড়া মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্বের অজস্র সমর্থক। বল না ছুঁয়ে মেগা টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উত্তরণ কাগজ-কলমে ভারতকে স্বস্তি দিলেও ক্রিকেটের স্পিরিট এবং এশিয়ান গেমসের বিশ্বাসযোগ্যতায় বড়সড় আঘাত হানল এই কাণ্ড।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।